জাহান্নামের শাস্তিসমূহ

30 July 2026

(For Islamic Brothers)

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

জাহান্নামের শাস্তিসমূহ

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সুন্নাতে ভরা বয়ান

Contents

দরূদ শরীফের ফযীলত 4
বয়ান শোনার নিয়্যত..... 5
কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ দৃশ্য..... 7
জাহান্নামের পরিচিতি 9
জাহান্নামীদেরকে দেওয়া আযাবসমূহ..... 11
হাদিসে মুবারাকায় বর্ণিত আযাবসমূহ..... 14
ফারুকে আযমের কান্না 16
হযরত আতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জাহান্নামের ভয় 17
বিভিন্ন গুনাহের বিভিন্ন আযাব..... 18
(১) অহংকারীদেরকে দেওয়া আযাবসমূহ..... 18
(২) নামায কাযাকারীদের শাস্তি 20
ভয়াবহ কূপ..... 21
(৩) গীবতকারীদের আযাব 21
আগুন ও পানির মাঝখানে দৌড়াবে 22
গীবতের ধ্বংসলীলা..... 22
১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো “নেক আমল” 23
ডান হাতে লেনদেনের মাদানী ফুল..... 24
ঘোষণা 25
দা’ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া..... 26
(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ..... 26
(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা..... 26

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা..... 27
(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব..... 27
(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ 27
(৬) দরূদে শাফায়াত 28
(১) এক হাজার দিনের নেকী 28
(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো..... 28
ডান হাত দিয়ে লেনদেন করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল 29
ঝড়-তুফানের সময় পড়ার দোয়া..... 30
সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি 31
দৈনিক ৫৬টি নেক আমল 32
কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী 34
সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল..... 34
মাসিক ৪টি নেক আমল 35
বার্ষিক ৩টি নেক আমল..... 35
আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া 35

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফের ফযীলত

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন:

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَشْرًا بِهَا مَلَكٌ مُوَكَّلٌ بِهَا حَتّٰى يُبَلِّغَنِيْهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করল আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর একজন ফেরেশতা ওই দরুদ আমার নিকট পৌঁছানোর দায়িত্বে নিয়োজিত রয়েছে। **(মু'জামু কবীর, ৮/১৩৪, হাদীস: ৭৬১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শোনার নিয়্যত

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগীর, ৮১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন, কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শুনার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন; নিয়্যত করুন! ☞ ইলমে দ্বীন শেখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ☞ আদব সহকারে বসবো ☞ বয়ান চলাকালীন উদাসীনতা থেকে বেঁচে থাকবো ☞ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ☞ যা শুনবো অপরের কাছে পৌঁছানোর চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকের ইজতিমায় আমরা সর্বপ্রথম জাহান্নাম সম্পর্কে শুনবো যে জাহান্নাম কী, এরপর বুযুর্গদের আখিরাতের ভয় ও জাহান্নামের ভয় সম্বলিত কিছু ঘটনা শ্রবণ করবো। এমনকি আখিরাতে বিভিন্ন গুনাহের কারণে জাহান্নামে হওয়া কিছু আযাবের

ব্যাপারেও শুনবো। আহ! আমরা যেন মনযোগ দিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শ্রবণ করার সৌভাগ্য করি।

আসুন! জাহান্নামের বিষয়ে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শ্রবণ করি: যেমন

"**জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমলসমূহ**" কিতাবের প্রথম খন্ডের ৯৭ পৃষ্ঠায় রয়েছে: একবার আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে বললেন: হে কা'ব! আমাকে ভয়ের কিছু কথা বলুন। তখন হযরত কা'ব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরয করলেন: হে আমিরুল মুমিনীন! যদি আপনি কিয়ামতের দিন সত্তর জন আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَیۡہِمُ السَّلَام এর আমল নিয়েও আসেন তারপরও কিয়ামতের ভয়াবহতা দেখে সেগুলোকে হালকা মনে হবে। এতে আমিরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝুকালেন এরপর ইরশাদ করলেন: হে কা'ব! আরও শুনান। এরপর তিনি আরজ করলেন: হে আমিরুল মুমিনীন! যদি জাহান্নামের মধ্যে হতে পূর্ব দিকে গরুর নাকের সমপরিমাণ জায়গা খুলে দেওয়া হয় তবে পশ্চিম দিকে থাকা ব্যক্তির মস্তিষ্ক সেটার তাপের কারণে টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এতে আমিরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছুক্ষণের জন্য মাথা ঝুকিয়ে নিলেন এরপর যখন চেতনা ফিরে আসলো তখন বললেন: হে কা'ব! আরও শুনান। তখন তিনি বললেন: হে আমিরুল মুমিনীন! কিয়ামতের দিন জাহান্নাম এমনভাবে উত্তাল হয়ে উঠবে যে, কোন নৈকট্যশীল ফেরেশতা ও প্রেরিত নবী এমন থাকবেন না যিনি হাঁটু গেড়ে বসে এটা বলবেন না যে: رَبِّ!نَفۡسِیۡ!نَفۡسِیۡ! (অর্থাৎ হে আমার রব! আজ আমি তোমার নিকট আমার ক্ষমা ব্যতীত আর কিছু চাই না)।

হযরত কা'বুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আর বলেন: যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদেরকে একটি উপত্যকায় একত্রিত করবেন, এরপর ফেরেশতারা অবতরণ করে কাতার বানাবেন। এরপর আল্লাহ পাক বলবেন: হে জিবরাঈল! জাহান্নামকে নিয়ে আসো। তখন হযরত জিবরাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام জাহান্নামকে এমনভাবে নিয়ে আসবে যে, সেটাকে সত্তর হাজার (৭০০০০) লাগাম দিয়ে টেনে হেঁচড়ে আনা হবে, এরপর যখন মাখলুক থেকে একশত (১০০) বছরের রাস্তায় পৌঁছবে তখন তার মধ্যে এমন কঠিন উত্তাল সৃষ্টি হবে যার দ্বারা মাখলুকের হৃদয় কেঁপে উঠবে, এরপর যখন দ্বিতীয়বার হৃদয় কেঁপে উঠবে তখন প্রত্যেক নৈকট্যশীল ফেরেশতা এবং প্রেরিত নবী হাঁটু গেড়ে বসে যাবে, এরপর যখন তৃতীয়বার উত্তাল হবে তখন মানুষের হৃদয় গলা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে এবং বিবেক বিচলিত হয়ে পড়বে, এমনকি হযরত ইব্রাহিম عَلَیۡہِ السَّلَام আরজ করবেন: আমি তোমার খলিল হওয়ার সদকায় শুধুমাত্র নিজের জন্য চাচ্ছি। হযরত মূসা عَلَیۡہِ السَّلَام আরজ করবেন: হে ইলাহী! আমি আমার দোয়ার সদকায় শুধুমাত্র নিজের জন্য চাচ্ছি। হযরত ঈসা عَلَیۡہِ السَّلَام আরজ করবেন: ইয়া ইলাহী! তুমি আমাকে যেই সম্মান দান করেছো, এর সদকায় শুধুমাত্র নিজের জন্য প্রার্থনা করছি, ওই মরিয়ম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর জন্য চাচ্ছি না যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন। **(জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আমল,পৃ: ৯৭-৯৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

কিয়ামতের দিনের ভয়াবহ দৃশ্য

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর চিন্তা করুন! কিয়ামতের দিন যখন জাহান্নামকে আনা হবে তখন কেমন প্রাণ বিগলিতকারী দৃশ্য হবে? একটু

কল্পনা করুন! বর্তমানে সূর্য প্রায় চার হাজার (৪০০০) বছরের দূরত্বের পথে রয়েছে এবং আমাদের দিকে তার পিঠ (পেছন দিক) ফিরে আছে। কিয়ামতের দিন সূর্য মাত্র সোয়া মাইল দূরত্বে থাকবে এবং তার মুখ আমাদের দিকে থাকবে, (যার তাপে) মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে এবং এত প্রচুর পরিমাণে ঘাম ঝরবে যে, তা সত্তর গজ পর্যন্ত মাটিতে শোষিত হয়ে যাবে। এরপর যে ঘাম মাটি শুষে নিতে পারবে না, তা ওপরের দিকে উঠতে থাকবে। সেই ঘাম কারও টাখনু পর্যন্ত হবে, আবার কারও হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছাবে। কেউ কোমর পর্যন্ত তাতে ডুবে থাকবে কেউ কেউ বুক পর্যন্ত ঘামের পানিতে থাকবে, কারো গলা পর্যন্ত পানি থাকবে। এই গরমের মধ্যে পিপাসার কী অবস্থা হবে? পরিস্থিতি এমন হবে যে জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাবে, কারো কারো জিহ্বা তো মুখের বাহিরে চলে আসবে, হৃদয় উতলে গলায় চলে আসবে, মানুষ আপন আপন গুনাহের কষ্টে নিপতিত থাকবে। কেউ কারো অবস্থা জিজ্ঞাসা করার মত থাকবে না। খুবই অটুট ও গভীর আত্মীয়-স্বজনরা ওই দিন নিজেদেরকে গুরুত্ব দিবে, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব কিছুই কাজে আসবে না, এই পর্যন্ত যে রক্তের সম্পর্ক যারা দুনিয়াতে একে অপরকে দেখে বেঁচে থাকত, ওইদিন একে অপরকে দেখে পালিয়ে যাবে, ভাই ভাইকে দেখে পালাবে, বোন বোনকে দেখে পালিয়ে যাবে, মা তার সন্তানদের দেখে পিছে হটবে, সন্তানরা মাকে দেখে দূরে সরে যাবে, বাবা তার সন্তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকবে, সন্তানরা বাবাকে দেখে পালাবে, স্ত্রী তার স্বামী থেকে পালাবে আর স্বামী তার স্ত্রী থেকে পালাবে, মোটকথা! কেউ কারো সাহায্যকারী থাকবে না, প্রত্যেকে নফসী নফসী বলে চিৎকার করবে, প্রত্যেকে নিজের কথা চিন্তা করবে, প্রত্যেক নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকবে তবে, اِلَّا مَاشَآءَ الله

এই বিপদ চলতে থাকবে যে জাহান্নামকে আনা হবে, তার উত্তাল দেখে মাখলুকদের হৃদয়ে ভীতি সঞ্চার হবে, নৈকট্যশীল ফেরেশতা ও আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام পর্যন্ত এটা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং প্রত্যেকে নিরাপত্তা কামনা করবে। চারিদিকে নফসী! নফসীর উপলক্ষ্য হবে। হায়! আমাদেরও যেন ওইদিন জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলে যায়, হায়! আমাদেরও যেন জাহান্নামের আযাব থেকে মুক্তি মিলে, আহ! আমরাও যেন পুলসিরাতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাই। হায়! আমরাও যেন হিসাব-নিকাশ থেকে রেহায় পেয়ে যায়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আসুন! মনযোগ দিয়ে জাহান্নামের পরিচয় শুনি, যেমন

জাহান্নামের পরিচিতি

হযরত মুফতি আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জাহান্নামের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন,জাহান্নাম হলো একটি স্থান, যা ওই কাহহার ও জাব্বার আল্লাহ পাকের জালালের প্রকাশস্থল (অর্থাৎ জালালিয়্যত জাহির করার স্থান)। যেমনিভাবে আল্লাহ পাকের রহমত ও নেয়ামতের কোন সীমা নেই, তেমনিভাবে তাঁর গযব ও কহরেরও কোন সীমা নেই। প্রত্যেক ওই কষ্ট ও ব্যথা মানুষ যা অনুধাবন করে, মনে করুন সেটি আল্লাহ পাকের সীমাহীন আযাবের সামান্য একটি অংশ মাত্র। **(বাহারে শরীয়ত, প্রথম খন্ড, ১/১৬৩)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের ভয় প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ পাক কুরআনুল কারীমের অনেক জায়গায় জাহান্নামীদের দেওয়া অনেক আযাবের কথা উল্লেখ করেছেন, যেমন

পারা: ১৫, সূরা: কাহাফ, আয়াত নম্বর ২৯ এ ইরশাদ হয়েছে:

اِنَّاۤ اَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِیْنَ نَارًا ۙ اَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ؕ وَ اِنْ یَّسْتَغِیْثُوْا یُغَاثُوْا بِمَآءٍ كَالْمُهْلِ یَشْوِی الْوُجُوْهَ ؕ بِئْسَ الشَّرَابُ ؕ وَ سَآءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿۲۹﴾

(পারা ১৫, সূরা কাহাফ, আয়াত ২৯)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আমি জালিমদের জন্য ওই আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি, যার দেয়ালসমূহ তাদেরকে পরিবেষ্টন করে নিবে এবং যদি পানির ফরিয়াদ করে তবে তাদের ফরিয়াদ পূর্ণ করা হবে ওই পানি দ্বারা, যা গলিত ধাতুর ন্যায় যে, তার মুখমন্ডল ভুনে ফেলবে। কতই নিকৃষ্ট পানীয় এবং দোযখ কতই নিকৃষ্ট অবস্থানের জায়গা।

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে: (যে পানি জাহান্নামীদের পান করানো হবে) তা যয়তুনের তেলের তলানির মতো ঘন পানি। আর তিরমিযী শরীফের হাদিসে রয়েছে: যখন তা মুখের কাছে আনা হবে, তখন তার উত্তাপে মুখের চামড়া পুড়ে খসে পড়বে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় এটাও লিখা রয়েছে: এই আয়াতে মুবারাকা প্রত্যেক মুসলমানের জন্যও অনেক উপদেশ রয়েছে যারা জুলুম ও গুনাহের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছে, তাদের নিজেদের গুনাহের জন্য লজ্জিত হয়ে তাওবা ও ইস্তিগফার করা এবং নেক আমলের মধ্য মশগুল হয়ে যাওয়া উচিত। অন্যথায় মনে রাখবেন! মৃত্যু পরবর্তী রাস্তার সফর অনেক দীর্ঘ, জাহান্নামের গরমের তাপ অনেক কঠিন, জাহান্নামীদের পানি গলে যাওয়া তামার মত এবং জাহান্নামীদের শরীর থেকে নির্গত পূঁজ এবং জাহান্নামীদের কয়েদখানা অনেক কঠিন। **(সিরাতুল জিনান, ৫/৫৬২, ৫৬১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিশ্চয় জাহান্নামের মত ভয়ানক কোন জায়গা আর নেই। হযরত আবু হুরায়রা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমরা রাসূলে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম তখন আমরা একটি ভয়ানক আওয়াজ শুনতে পেলাম, তখন রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: তোমরা কি জানো এটা কী ছিল? আমরা বললাম: আল্লাহ ও তাঁর রাসূল صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ভালো জানেন। নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বললেন: এটি হলো পাথর যেটাকে আল্লাহ পাক জাহান্নামে ৭০ বছর পূর্বে নিক্ষেপ করেছিল, কিন্তু সেটার গভীর পর্যন্ত এইমাত্র পৌঁছেছে।

(মুসলিম, পৃ:১১৭২, হাদিস: ৭১৬৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

জাহান্নামীদেরকে দেওয়া আযাবসমূহ

ফেরেশতারা জাহান্নামীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করে এমন একটি ঘরে বন্দী করে দেবেন, যার চারপাশ (বা প্রান্তসমূহ) হবে সংকীর্ণ, পথগুলো হবে অন্ধকার এবং সেই (ঘরের) মধ্যে ধ্বংসের উপকরণসমূহ লুকানো থাকবে, ওই কয়েদী সর্বদা সেখানে বন্দী থাকবে, সেটাতে আগুন জ্বলতে থাকবে, ওই (কয়েদীদের) কে পান করার জন্য থাকবে ফুটন্ত পানি আর বসবাসের জন্য থাকবে জাহান্নাম, আযাবের ফেরেশতারা তাদেরকে হাতুড়ি দিয়ে প্রহার করবে এবং আগুন ওই (কয়েদীদের) কে একত্রিত করবে, সেখানে কয়েদীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হয়ে যাবে এবং ওই কয়েদীদের জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে না। ওই জাহান্নামীদের পা গুলো মাথার চুল দ্বারা বেঁধে দেওয়া হবে, এবং গুনাহের কালো রঙে সেই জাহান্নামীদের চেহারা কালো হয়ে যাবে, ওই জাহান্নামীরা জাহান্নামের

কিনারায় এসে ডাক দিবে আর এদিক সেদিক চিৎকার করতে থাকবে: হে মালেক (অর্থাৎ জাহান্নামে নিয়োজিত ফেরেশতা!) আমাদের উপর আযাবের ওয়াদা সত্যায়িত হয়ে গিয়েছে, হে মালেক! শিকলগুলো আমাদের জন্য অনেক ভারী, হে মালেক! আমাদের চামড়া পেকে গেছে, হে মালেক! এখন আমাদেরকে এখান থেকে বের করুন আমরা পুনরায় মন্দ আমল করব না। জাহান্নামের ফেরেশতা উত্তর দিবে: হায় আফসোস! নিরাপত্তার সুযোগ চলে গিয়েছে, এখন তোমাদের জন্য এই (জাহান্নাম) থেকে বের হওয়ার কোন রাস্তা নেই! তোমরা এখানে লাঞ্ছিত অবস্থায় পড়ে থাকো আর আমার সাথে কোন কথা বলো না, যদি তোমাদেরকে এখান থেকে বের করে দেওয়া হয় তবে তোমরা পুনরায় তা-ই করবে যা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

তখন তারা হতাশ হয়ে যাবে আর আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়ার কারণে আফসোস করবে, কিন্তু তাদের এই অনুশোচনা তাদের আর মুক্তি বয়ে আনতে পারবে না আর না তাদের আফসোস কোন উপকার দিবে বরং এই (জাহান্নামীদের) কে শিকল পড়িয়ে মুখ নিচের দিকে দিয়ে ফেলে রাখা হবে, ওই জাহান্নমীদের উপরও (আগুন জ্বালানো হবে এবং ওই জাহান্নামীদের) নিচেও (আগুন থাকবে, ওই জাহান্নামীদের), ডান (দিকেও আগুন থাকবে, তাদের) বাম (দিকেও আগুন থাকবে) (মোটকথা!) চারিদিকে আগুন আর আগুন থাকবে, তারা আগুনের মধ্যে ডুবে থাকবে, এই পর্যন্ত যে তাদের খাবার হবে আগুন তাদের পানীয় হবে আগুন তাদের পোশাক হবে আগুনের এবং তাদের বিছানাও হবে আগুনের, ওই জাহান্নামীরা আগুনের টুকরোর মাঝখানে থাকবে, জাহান্নামীদেরকে আলকাতরার পোশাক পরানো হবে, জাহান্নামীদেরকে হাতুড়ি দিয়ে মারা

হবে, জাহান্নামীদেরকে ভারী শিকল পরিধান করানো হবে, জাহান্নামীরা জাহান্নামের সংকীর্ণ উপত্যকার মধ্যে চিৎকার করবে এবং সেটির গভীর স্তরে শিকল পরিহিত অবস্থায় ঘুরে বেড়াবে। জাহান্নামীদের ওপর ফুটন্ত হাঁড়ির মতো টগবগ করে জ্বলতে থাকা আগুন ঢেলে দেওয়া হবে, তারা তীব্র আর্তনাদ, আহাজারি ও চিৎকার করতে করতে ঘুরে বেড়াবে। জাহান্নামীরা যখনই মৃত্যুকে ডাকবে (মৃত্যু কামনা করবে), তখন তাদের মাথার উপর ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে, যা তাদের চামড়া এবং পেটের ভেতরের সবকিছু গলিয়ে দেবে। জাহান্নামীদের জন্য থাকবে লোহার হাতুড়ি, যা তাদের কপালকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেবে এবং তাদের মুখ দিয়ে রক্তমিশ্রিত পুঁজ নির্গত হবে। তীব্র তৃষ্ণায় তাদের কলিজা ফেটে যাবে, তাদের চোখের মণি গাল বেয়ে নিচে পড়ে যাবে এবং গালের মাংস খসে পড়বে। তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে চুল, এমনকি চামড়াও ঝরে পড়বে এবং যখনই তাদের চামড়া পুড়ে গলে যাবে, তখনই তা অন্য চামড়া দিয়ে বদলে দেওয়া হবে। পরিশেষে তাদের হাড়গুলো মাংসহীন হয়ে পড়বে, ফলে তাদের আত্মাসমূহ রগ ও পেশির মধ্যে আটকে থাকবে। আর জাহান্নামের ঝলসে দেওয়া আগুনের উত্তাপে তাদের রগগুলো শুকিয়ে যাবে। এর পাশাপাশি তারা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাও করবে, কিন্তু তাদের মৃত্যু আসবে না। **(ইহইয়াউল উলুম, ৫/৭২২, ৭২১)**

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গভীর চিন্তা করুন! কেমন শিক্ষণীয় দৃশ্য হবে, আজকে যদি কোন স্থানে আঘাত লাগে, ওই স্থানের হাঁড় ভেঙ্গে যায়, চামড়া ছিঁড়ে যায়, ক্ষত থেকে রক্ত নির্গত হয়, সে চিৎকার-চেচামেচি করতে থাকে, দুনিয়াতে সংগঠিত হওয়া এমন দৃশ্যও সহ্য করা যায় না, ভেবে দেখুন! যার সাথে এসবকিছু হচ্ছে, তার কী পরিস্থিতি হবে। এটা তো

শুধুমাত্র দুনিয়ার কথা জাহান্নামের আযাবের বিষয়গুলো তো এই দুনিয়ার বড় থেকে বড় কষ্টের তুলনাও হবে না। আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়াতেও এবং আখিরাতেও প্রত্যেক ধরনের কষ্ট এবং আযাব থেকে মুক্তি দান করুক।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাদিসে মুবারাকায় বর্ণিত আযাবসমূহ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিভিন্ন হাদিসে মুবারাকার মধ্যেও জাহান্নামীদের আযাবের ভয়াবহতার কথা বর্ণনা করা হয়েছে, আসুন! শিক্ষা অর্জন করতে এবং উদাসিনতার নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার নিয়তে কয়েকটি হাদিসে মুবারাকা শ্রবণ করি:

বর্ণিত আছে: হযরত জিবরিল আমিন عَلَيْهِ السَّلَام রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট শপথ করে বললেন: যদি জাহান্নামকে সুই পরিমাণ ছিদ্র করে দেওয়া হয় তবে সমস্ত দুনিয়াবাসী সেটার তাপে (Heat) মারা যাবে এবং শপথ করে বললেন: যদি জাহান্নামীদের শিকলের একটি কড়া দুনিয়ার পাহাড়ের উপর রাখা হয় তবে সেগুলো কাঁপতে থাকবে এবং সেগুলো স্থির থাকতে পারবে না, এই পর্যন্ত যে নিচের জমিন পর্যন্ত ধ্বসে পড়বে। **(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, খণ্ড: ১০, পৃ: ৭০৬, ৭০৭, হাদিস: ১৮৫৭৩)**

অপর এক হাদিসে রয়েছে: তোমাদের দুনিয়াবী এই আগুন জাহান্নামের আগুনের সত্তর (৭০) ভাগের একভাগ।

(ইবনে মাজাহ, পৃ:৫২৮, হাদিস: ৪৩১৮)

অন্য এক হাদিসে পাকে রয়েছে: যদি জাহান্নামীদের হাতুড়ির মধ্য হতে কোন একটি হাতুড়ি জমিনে রাখা হয় তবে সমস্ত মানব ও দানব একত্রিত হয়েও সেটাকে জমিন থেকে উঠাতে পারবে না।

(মুসনদে আহমদ, মুসনদে আবী সাঈদ খুদরী, খণ্ড: ৪, পৃ: ৫৮, হাদিস: ১১২৩৩)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! আজ যেখানে দুনিয়াবী আগুন সহ্য করার কারো ক্ষমতা নেই তো জাহান্নামের আগুন কিভাবে সহ্য করতে পারবে? অতএব, কল্যাণ ও মুক্তি এতেই রয়েছে যে, জাহান্নামের ভয়াবহতা, পুলসিরাতের মুসিবতসমূহ এবং আখেরাতে সম্মুখীন হওয়া জ্ঞান হারিয়ে দেওয়ার মতো (অত্যন্ত আতঙ্কজনক) পরিস্থিতিগুলোকে সামনে রেখে, সেগুলো থেকে বাঁচার উপায় বা প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

হে আশিকানে রাসূল! যদি আমরা বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর জীবনীগুলো দেখি তবে আমরা অনুধাবন করতে পারব যে, ওই পবিত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ব্যক্তিত্বরা নামায আদায় করতেন, খুব বেশি বেশি ইবাদত করতেন, রোযা রাখা, ফরয ও ওয়াজিবসমূহ আদায় করতেন, গুনাহের দ্বারে পাশেও যেতেন না কিন্তু তাঁদের অবস্থা এটা ছিল যে, জাহান্নামের ভয়ে কম্পমান থাকতেন এবং সেটা থেকে সব সময় আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকতেন, স্বয়ং রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم জাহান্নামের আযাব থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। একই অবস্থা সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ ও অন্যান্য বুযুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এর ছিল।

আসুন! বুযুর্গদের আখিরাতের ভয় সম্বলিত কিছু ঘটনা শুনি: যেমন

ফারুকে আযমের কান্না

আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আশারায়ে মুবাশশারার একজন (অর্থাৎ ১০জন সৌভাগ্যবান সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর মধ্যে একজন যাদেরকে একসাথে জান্নাতের মালিক নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন)। হযরত ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবীয়ে পাক صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ফয়েযপ্রাপ্ত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, কামিল ইলম ও আমল ওয়ালা এবং খোদাভীতি সম্পন্ন ছিলেন। উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হওয়ার পরও জাহান্নামের ভয়ের কথা স্মরণ করে কান্না করা এবং আহাজারি করা তাঁর পবিত্র স্বভাব ছিল।

একবার আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারুকে আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পারা ২৭, সূরা তূর, আয়াত নম্বর ৭ ও ৮ তিলাওয়াত করলেন:

اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۝ مَّا لَهٗ مِنۡ دَافِعٍ ۝

(পারা ২৭, সূরা তূর, আয়াত ৭-৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের শাস্তি অবশ্যম্ভাবী, সেটা কেউ দূরীভূত করতে পারবে না।

এটি পড়ে তাঁর উপর এমন ভাবাবেগ হলো যে, তাঁর শ্বাসই আটকে গেল এবং এই অবস্থা কম-বেশি ২০ দিন পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

(ফাযায়িলুল কুরআন লি-আবি উবাইদ, আল হাদিস, পৃ: ১৩৭)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত আতা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর জাহান্নামের ভয়

হযরত আলা বিন মুহাম্মদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: আমি হযরত আতা সুলাইমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘরে প্রবেশ করলাম তখন তিনি অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন। আমি তাঁর স্ত্রী উম্মে জাফরকে জিজ্ঞাসা করলাম: হযরত আতা সুলাইমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর অবস্থা কেন? বললেন: আমাদের প্রতিবেশী মহিলা চুল্লি (তন্দুর) জ্বালিয়েছিলেন, তিনি জ্বলন্ত চুল্লি দেখে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন।

হযরত ইব্রাহিম মুহল্লী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা: আমি হযরত আতা সুলাইমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ঘরে গেলাম, কিন্তু তাঁকে ঘরে পেলাম না। হুট করেই আমার চোখ পড়ল যে, তিনি একটি ঘরের কোণে বসে আছেন এবং তাঁর চারপাশের জায়গা ভিজে রয়েছে। আমি মনে করলাম যে তিনি হয়তো এখানে অযু করেছেন আর এগুলো তার প্রভাব। তখন আমাকে তাঁর ঘরে থাকা এক বৃদ্ধা মহিলা বললেন: এই জমিন তাঁর চোখের জলে ভিজে গিয়েছে। **(আল্লাহ ওয়ালো কী বা'তে, ৬/৩০৫-৩০৬)**

তাফসীরে সিরাতুল জিনানে এই আয়াতে করীমার ব্যাখ্যায় লিখা রয়েছে: জাহান্নামে জাহান্নামীদেরকে যখন রক্ত-পূঁজের পানি পান করানো হবে, তখন সে এর তিক্ততার কারণে অত্যন্ত কষ্টের সাথে অল্প অল্প করে চুমুক দেবে। আর এর কুৎসিত ও ঘৃণ্য প্রকৃতির কারণে এমন মনেই হবে না যে সে তা গলাধঃকরণ করতে (গলা দিয়ে নামাতে) পারছে। বিভিন্ন আযাবের রূপে চারদিক থেকে তার কাছে মৃত্যুর কারণসমূহ চলে আসবে, কিন্তু সে মরবে না যাতে মরেই কোন স্বস্তি বা শান্তি পেয়ে যায়। বরং

প্রতিটি আযাবের পর তার জন্য এর চেয়েও তীব্র ও কঠোর আযাব অপেক্ষা করবে। **(সিরাতুল জিনান, ৫/১৫৮)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বিভিন্ন গুনাহের বিভিন্ন আযাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এইমাত্র আমরা বুযুর্গানে কিরামের জাহান্নামের ভয়ের কিছু ঘটনাবলী শুনেছি। আমাদের প্রত্যেককেই জাহান্নামের পিঠের উপর অবস্থিত পুলসিরাত দিয়ে অতিক্রম করতে হবে। যদি আমরা নিজেদের হৃদয়ে জাহান্নামের ভয়াবহতার ভয় সৃষ্টি করি তবে আল্লাহ পাকের রহমতের আশা রয়েছে যে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি মিলবে। জাহান্নামের আযাব অসংখ্য । কিছু রেওয়ায়েতে বিভিন্ন গুনাহের বিভিন্ন আযাবের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আসুন! এমনই ৩টি গুনাহের আলোচনা শুনি এবং ওই গুনাহগুলো থেকে বেঁচে থাকারও নিয়ত করি, যেমন-

(১) অহংকারীদেরকে দেওয়া আযাবসমূহ

হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন অহংকারীদেরকে পিঁপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে উঠানো হবে, চারিদিক থেকে অপমান তাদেরকে ঘিরে ফেলবে, তাদেরকে জাহান্নামের কয়েদখানার দিকে নিয়ে যাওয়া হবে যেটার নাম বু'লাস, আগুন তাদের উপর ছেয়ে যাবে এবং তাদেরকে "طِيْنَةُ الْخَبَال" অর্থাৎ জাহান্নামীদের পূঁজ এবং রক্ত পান করানো হবে। **(তিরমিযী, ৪/২২১, হাদিস: ২৫০০)**

প্রসিদ্ধ মুফাসসিরে কুরআন হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: بُؤْلَس অর্থাৎ নৈরাশ ও হতাশা, যেহেতু সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো আশা থাকবে না, তাই এই স্থানের নাম রাখা হয়েছে 'বূলাস'। তারপর, পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তি যেভাবে চারদিক থেকে পানিতে ঘেরা থাকে, ঠিক তেমনি এই লোকেরা আগুনের সমুদ্রে ডুবে থাকবে। চারদিক থেকে আগুনই থাকবে এবং সেই আগুনে বিভিন্ন আগুনের উত্তাপ একত্রিত করে দেওয়া হবে, একে আগুনের আগুন বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন: রাগান্বিত (ক্রোধপরায়ণ) ব্যক্তি এবং অহংকারীদের জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তর اَسْفَلُ السّافِلِين এ রাখা হবে, যেখানে সমস্ত জাহান্নামীদের রক্ত, পুঁজ ও ক্ষত-নিঃসৃত তরল প্রবাহিত হয়ে জমা হতে থাকবে। তাদেরকে সেটিই পান করানো হবে। এই ময়লা-আবর্জনার নাম হলো طِيْنَةُ الْخَبَال। خبال মানে বিপর্যয়/ দূষণ এবং طينه মানে দুর্গন্ধযুক্ত নির্যাস। এটি অত্যন্ত উত্তপ্ত, তীব্র দুর্গন্ধযুক্ত এবং অত্যন্ত ঘন হবে, এতটাই জঘন্য স্বাদের হবে যে দেখলেই বমি চলে আসবে, বুক কেঁপে উঠবে, কিন্তু ক্ষুধা ও পিপাসার তীব্রতার কারণে তা-ই খেতে বাধ্য হবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই!। **(মিরাতুল মানাজীহ, ৮/৬৬১)**

হে আশিকানে রাসূল! নিজেদের এই দুর্বল শরীরের প্রতি দয়া করুন এবং জাহান্নামের ভয়াবহ ধ্বংসলীলা থেকে নিজেদের সতর্ক করুন (নিজেদের মনে ভয় সৃষ্টি করুন)। যখনই নফস ও শয়তান কোন মুসলমানকে তুচ্ছ জ্ঞান করতে এবং অহংকার ও দম্ভ প্রদর্শন করতে প্ররোচিত করবে, তখনই সাথে সাথে জাহান্নামের আযাবের কথা স্মরণ করুন। কারণ, অহংকার অত্যন্ত নিন্দনীয় একটি অভ্যাস, যে হতভাগা এই

অহংকারের রোগে আক্রান্ত হয়, তা তাকে ধ্বংস ও বরবাদির দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করায় এবং অবশেষে তাকে জাহান্নামের উপযুক্ত বানিয়ে ছাড়ে। যেমনটি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন: জাহান্নামে একটি প্রাসাদ রয়েছে যার নাম হলো: بُوۡلَس। এতে জালিম ও অহংকারী ব্যক্তিরা প্রবেশ করবে। এটি সমস্ত আগুনের কেন্দ্রবিন্দু, সব মন্দের চেয়েও নিকৃষ্ট মন্দ, সব দুঃখ-কষ্টের চেয়েও অধিক দুঃখদায়ক, সমস্ত মৃত্যুর চেয়েও চরম মৃত্যু এবং নিকৃষ্টতম কূপসমূহের মাঝে সবচেয়ে জঘন্যতম কূপ। **(আত-তাখভিব মিনান নার লিইবনে রজব, পৃ:৮৮)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

(২) নামায কাযাকারীদের শাস্তি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জাহান্নামীদের যেসব হতভাগ্যদের বেদনাদায়ক ও ভয়ানক আযাবের সম্মুখীন হতে হবে, তার মধ্যে নামায কাযাকারীও রয়েছে, যাদেরকে জাহান্নামের “গায়” নামক উপত্যকায় নিক্ষেপ করা হবে, যেমন-

আল্লাহ পাক পবিত্র কুরআনে পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯ এ ইরশাদ করেন:

فَخَلَفَ مِنۡۢ بَعۡدِهِمۡ خَلۡفٌ اَضَاعُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوٰتِ فَسَوۡفَ

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর তাদের পর তাদের স্থলে ওই অপদার্থ উত্তরাধিকারীগণ আসল, যারা নামাযসমূহ নষ্ট করেছে এবং নিজেদের

يَلْقَوْنَ غَيًّا ﴿٥٩﴾
(পারা ১৬, সূরা মরিয়ম, আয়াত ৫৯)

কুপ্রবৃত্তিগুলোর অনুসরণ করেছে, সুতরাং অনতিবিলম্বে তারা দোযখের মধ্যে ‘গায়্য’-এর জঙ্গল পাবে।

ভয়াবহ কূপ

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি মুহাম্মদ আমজাদী আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: গায়্য জাহান্নামের উপত্যকাসমূহ থেকে একটি উপত্যকা,যেটার তাপ ও গভীরতা সবচেয়ে বেশি, এতে একটি কূপ রয়েছে, যেটার নাম হলো হাব হাব, যখন জাহান্নামের আগুন নিভে যাওয়ার উপক্রম হয়, আল্লাহ পাক সেই কূপকে খুলে দেয় ফলে সেটি আগের মতই জ্বলতে থাকে, এই কূপ বে-নামাযী, কুকর্ম সম্পাদনকারী, মদপানকারী, সুদখোর ও মা-বাবাকে কষ্টদানকারীদের জন্য।

(বাহারে শরীয়ত, ১/৪৩৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) গীবতকারীদের আযাব

হে আশিকানে রাসূল! গীবতও এমন একটি গুনাহ যেটা জাহান্নামর আযাবের উপযুক্ত বানাতে পারে। কোন মুসলমানের অনুপস্থিতিতে তার এমন দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করা, যা তার মধ্যে রয়েছে এটাকে গীবত বলা হয়। আর গীবত করা কবীরা গুনাহ, অকাট্যভাবে হারাম এবং জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ, গীবতকারীদের জন্য জাহান্নামে বেদনাদায়ক আযাব দেওয়া হবে, যেমন-

আগুন ও পানির মাঝখানে দৌড়াবে

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: চার ধরনের জাহান্নামী হামীম ও জাহীম (অর্থাৎ ফুটন্ত পানি ও আগুন) এর মাঝখানে দৌড়াতে দৌড়াতে ধ্বংস কামনা করবে। তাদের মধ্যে এক ব্যক্তি হবে সে যে নিজের মাংস নিজে খাবে। জাহান্নামীরা বলবে: এই হতভাগার কী হয়েছে আমাদের কষ্ট বাড়িয়ে দিচ্ছে? বলা হবে: এই "হতভাগারা" মানুষের মাংস খেত (অর্থাৎ গীবত করত) এবং চোগলী করত।

(যামুল গিবাহ লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, পৃ:৮৯, হাদিস: ৪৯)

গীবতের ধ্বংসলীলা

আসুন! গীবতের কিছু ধ্বংসলীলা সম্পর্কে শুনুন এবং গীবত থেকে বেঁচে থাকার সত্যিকার নিয়ত করুন, যেমন-

✯ গীবতকারীদের জাহান্নামে মৃত লাশ খেতে হবে ✯ গীবত হলো মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার মত ✯ গীবতকারী কবরের আযাবে গ্রেফতার হবে। ✯ গীবতকারীরা জাহান্নামে তামার নখ দিয়ে নিজেদের চেহারা ও বুক বার বার আঁচড়াতে থাকবে। ✯ গীবতকারীকে তার নিজের পাঁজরের মাংস কেটে কেটে খেতে দেওয়া হবে। ✯ গীবতকারী ব্যক্তি কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠবে। ✯ গীবতকারী ব্যক্তি জাহান্নামের বানর হবে। ✯ গীবতকারীরা জাহান্নামের ফুটন্ত পানি এবং আগুনের মাঝখানে মৃত্যু চেয়ে চেয়ে দৌড়াতে থাকবে এবং অন্যান্য জাহান্নামীরাও তাদের প্রতি অতিষ্ট হয়ে উঠবে। গীবতকারীরাই সবার আগে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি হলো “নেক আমল”

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী হলো ফয়যানে গাউসে পাক (গাউসে পাকের আধ্যাত্মিক অনুগ্রহ), ফয়যানে খাজা ও রযা এবং মহান ওলীদেরই আধ্যাত্মিক দয়া। আউলিয়ায়ে কেরামের বরকতময় শিক্ষা দীক্ষা অর্জন করতে, তাঁদের পবিত্র জীবনী থেকে আলো নিয়ে নিজের জীবনকে উজ্জ্বল করতে এবং হৃদয়কে মদীনা বানাতে অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি ভালোবাসা ও সুন্নাতের উপর আমল করার আগ্রহ বাড়াতে আপনারাও দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে যুক্ত হয়ে যান! (সংগঠনের) ১২টি দ্বীনি কাজেও বেশি বেশি অংশ নিন! اِنْ شَآءَ اللّٰه الْكَرِيْم দুনিয়া ও আখিরাতে অসংখ্য কল্যাণ নসীব হবে। এই ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে একটি অন্যতম দ্বীনি কাজ হলো: 'নেক আমল' (সৎকাজ) করা। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ
(পারা ২৮, সূরা হাশর, আয়াত ১৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আর প্রত্যেকের দেখা উচিত যে, আগামীকালের জন্য সে কি অগ্রে প্রেরণ করেছে।

☆ আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: বুদ্ধিমান হলো সে যে নিজের আমলের হিসাব করে এবং মৃত্যুর পরের জন্য আমল করে **(তিরমিযী, পৃ:৫৮৩, হাদিস: ২৪৫৯)** ☆ নিজেকে সংশোধন করার ও স্বয়ং নিজেকে শয়তান থেকে বাঁচানোর সর্বোত্তম পদ্ধতি হলো এটা যে, আমাদের নিজেদের স্বভাব, নিজেদের চরিত্র ও আমলের হিসাব করা।

✯ বর্তমান সময়ে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه নিজের আমলের হিসাব করার একটি অসাধারণ পদ্ধতি দিয়েছেন: নেক আমল পুস্তিকা ✯ ইসলামী সঠিক জীবন পরিচালনার এটি সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনা ✯ এটার মাধ্যমে না জানি কত মানুষ নিজেদেরকে সংশোধন করে নিয়েছে ✯ আপনারাও এই পুস্তিকাটি সংগ্রহ করুন! প্রতিদিন নিজেদের আমলের পর্যবেক্ষণ করুন! اِنْ شَآءَاللهُ الْكَرِيْم ! অনেক উপকৃত হবেন ✯ চরিত্র সুন্দর হবে ✯ স্বভাব ভালো হবে ✯ অভ্যাস সুন্দর হবে ✯ নেকীর উপর স্থায়ীত্ব মিলবে ✯ গুনাহের প্রতি ঘৃণা জন্মাবে ✯ হৃদয় আলোকিত হবে ✯ আল্লাহ পাকের ভালোবাসা নসীব হবে ✯ ইশকে রাসূল বৃদ্ধি পাবে ✯ রুহানিয়্যত মিলবে এবং ✯ আখিরাতের চিন্তাধারা নসীব হবে। নেক আমল (Naik Amaal) নামক মোবাইল এপ্লিক্যাশনও রয়েছে, চাইলে সেটাও আপনাদের মোবাইলে ইনস্টল করে নিন! আর প্রতিদিন একটা সময় নির্ধারণ করে সেটির খালিঘর পূরণ করে নিন!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ডান হাতে লেনদেনের মাদানী ফুল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন, ডান হাত দিয়ে লেনদেন (আদান-প্রদান) করার ব্যাপারে কিছু 'মাদানী ফুল' (উপদেশ বাণী) শোনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর একটি বাণী লক্ষ্য করুন: ইরশাদ করেছেন, 'তোমাদের প্রত্যেকে যেন ডান হাত দিয়ে খায়, ডান হাত দিয়ে পান করে, ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করে এবং ডান হাত দিয়ে প্রদান করে। কারণ শয়তান বাম হাত দিয়ে খায়, বাম হাত দিয়ে পান করে, বাম হাত দিয়ে প্রদান করে এবং বাম হাত দিয়ে গ্রহণ করে।' (ইবনে

মাজাহ, খণ্ড: ৪, পৃ: ১২, হাদিস: ৩২৬৬) ☆ ডান দিকের মধ্যে বরকত ও শুভ লক্ষণ রয়েছে, কারণ এটি জান্নাতীদের দিক। (ফয়যুল কদীর, খণ্ড: ৫, পৃ: ২৬৩, হাদিস ৬৯৯৫) ☆ ডান হাত দিয়ে খাওয়া ও পান করা সুন্নাত। (খাবারের আদব, পৃ:১৩০) ☆ নেকী লেখার দায়িত্বে থাকা ফেরেশতা ডান দিকে থাকেন, এ কারণে এই দিকটি অধিক মর্যাদাপূর্ণ। (মিরআতুল মানাজীহ, খণ্ড: ১, পৃ: ২৮৭)

ঘোষণা

ডান হাত দিয়ে লেনদেন করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল তরবিয়্যতি হালকায় বর্ণনা করা হবে। অতএব তা জানার জন্য তরবিয়্যতি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ (

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللّٰهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللّٰهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللّٰهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللّٰهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার শিডিউল ৩০ জুলাই ২০২৬ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শেখা: ৫ মিনিট, (২) দোয়া শেখা: ৫ মিনিট,
(৩) পর্যালোচনা: ৫ মিনিট। মোট সময়কাল- ১৫ মিনিট।

ডান হাত দিয়ে লেনদেন করার অবশিষ্ট মাদানী ফুল

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ কাদেরী চিশতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: 'আদান-প্রদান বা লেনদেনের ক্ষেত্রে ডান হাত ব্যবহার করো। এই অভ্যাসটি এমন দৃঢ়ভাবে গড়ে তোলো, যেন কিয়ামতের দিন যখন আমলনামা পেশ করা হবে, তখন এই অভ্যাসের কারণেই (স্বভাব সুলভভাবে) ডান হাতটি নিজে থেকেই এগিয়ে যায়; তাহলেই সফলতা অর্জন হবে। **(হায়াতে মুহাদ্দিসে আযম, পৃ:৩৭৪)** ✯ ইসলামে ডান দিককে বরকতময় মনে করা হয়, কারণ কিয়ামতের দিন নেককারদের আমলনামাও এই হাতেই দেওয়া হবে। **(মিরআতুল মানাজীহ, ১/২৮৭)** ✯ হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর সমস্ত কাজে ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। **(বুখারী, ১/৮১, হাদিস: ১৬৮)** ✯ ডান হাত দিয়ে খাবেন কেননা বাম হাত দিয়ে খাওয়া, পান করা, নেওয়া বা দেওয়া শয়তানের পদ্ধতি। **(খাবারের ইসলামী পদ্ধতি, পৃ:৮)** ✯ কাউকে পানি পান করানোর সময় (সাধারণত) জগ ডান হাতে থাকে আর গ্লাস থাকে বাম হাতে, এবং বাম হাত দিয়েই গ্লাসটি অন্যদের দেওয়া হয়। আবার কারও কাছ থেকে জগ ও গ্লাস দুটোই নিতে হলে আমরা একসাথেই দুই হাত বাড়িয়ে তা নিয়ে নিই অথচ এই পদ্ধতিটি ভুল। (সঠিক নিয়ম হলো) প্রথমে ডান হাত দিয়ে জগটি নিন এবং তারপর জগটি বাম হাতে সরিয়ে নিন যাতে ডান

হাতটি খালি হয়ে যায়। এবার সেই খালি ডান হাত দিয়ে গ্লাসটি গ্রহণ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ঝড়-তুফানের সময় পড়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামী সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার সিডিউল মোতাবেক আজকে "ঝড়-তুফানের সময় পড়ার দোয়া" মুখস্ত করানো হবে। যথা:

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُکَ خَیْرَهَا وَ خَیْرَ مَا فِیْهَا وَ خَیْرَ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ وَاَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِیْهَا وَشَرِّ مَا اُرْسِلَتْ بِهٖ۔

অনুবাদ: হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি এই বাতাসের কল্যাণ, এর মধ্যকার কল্যাণ এবং যে কল্যাণসহ এটি প্রেরিত হয়েছে। আর আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি এর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যকার অনিষ্ট থেকে এবং যে অনিষ্টসহ এটি প্রেরিত হয়েছে। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, পৃ:২১১)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম। **(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)**

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।
৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।
৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।
৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয় নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।
৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।
৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (৴) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি? ৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি?

১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে উঁকি দেয়া থেকে বেঁচেছি কি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিচ্ছন্নতা ও

শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি? ৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ اللّٰه পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার ।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী

দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কলেমা পাঠ করে নেয়।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد